Registered

Srimati Mahranee Swarnamoyi,
Kasimbazar, Dak Berhampore

অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ষ্ঠ ভাগ { কলিকাতাঃ—১ লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ১৩ ই মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৫ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

WITH

Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments,

INTO WICH IS INCORPORATED

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED

THE INDIAN OATHS ACT.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs .4.

To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office

—:o:—

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫৷৷০ টাকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্দি চিকিৎসালয়ের সব্ এসিষ্টাণ্ট, সার্জ্জন কর্ত্তৃক প্রণীত। নেটীভ্ ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে অতি সরল ভাষায় রচিত। ডাক মাশুল এক আনা পাঠাইলে ইহার ভূমিকা ও সূচীপত্র দওয়া যাইবে।

THE NEW INDIAN GEOGRAPHY

or

A Guide tothe Map of India.

Designed for Schools in India.

by

Kali Dass Mookerjea.

Head Master Govt. School Faridpore.

Price Four Annas only.

To be had at Kader Nath Chatterjea's Book-Shop, 54, College Street, Calcutta.

কলিকাতা।

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার

প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৷৵০ আনা

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৷৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

পাকা গোঁপ ও পাকা চুলের

অত্যুৎকৃষ্ট কলপ।

যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে এখানে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

প্রতি সিসির মূল্য ১ টাকা।

এ কলপ জলবৎ আরক। পাকা চুলের সহিত সংযুক্ত হইলেই অত্যল্প কাল মধ্যেই চুল কাল হইবে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।০ আনা।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ওসন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

কবিতাহার।

জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত।

বহুবাজার অক্রুর দত্তের লেন ১ নং বাটিতে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ।০ আনা মাত্র।

নূতন মিউনিসিপ্যালিটী বিল।

যখন মিউনিসিপ্যাল আইন গবর্ণর জেনেরল বিধিবদ্ধ করিতে অসম্মত হইলেন বিশেষতঃ লেপ্‌টেনান্ট গবর্ণর যখন এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় শেষ বক্তৃতা করেন, তখন প্রকৃত আমাদের মনে মনে একটু সন্দেহ হয় যে, মিউনিসিপ্যাল আইনটি বিধিবদ্ধ হইতে না দেওয়ায় পাছে দেশের কিছু অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ আড়ম্বর করিয়া ট্যাক্স বসাইবার উদ্যোগ করেন, লর্ড নর্থ ব্রুক যদি দয়া করিয়া এই আইনটি রদ না করিতেন, তবে দেশের কি দুর্দ্দশা হইত। কিন্তু বিচিত্র কি, ক্যাম্বেল সাহেবের বস্তুত প্রকৃতই আমাদিগকে আত্মশাসন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে ছিল। তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া আমাদের সে সন্দেহটা আরো বলবৎ হয়। তখন আমাদের প্রায় বিশ্বাস হয় যে, ক্যাম্বেল সাহেবের ইহার মধ্যে নিগূঢ় কোন শুভোদ্দেশ্য ছিল। তখন আমাদের মনে প্রকৃত কষ্ট হয়, আমরা তাঁহার মনস্তাপ দেখিয়া অশ্রু পাত করি। তাঁহার পরাভব দ্বারা আমোদ করিতে পারি না, প্রত্যুত মনে ভারি কষ্ট হয়। আমরা বিলটি আবার পাঠ করি, কিন্তু পাঠ করিয়া দেখি, এবং আমাদের বিশ্বাস ও হয় যে আইন দ্বারা কিছু ২ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এত অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা ছিল যে আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমাদের এই সময় ইচ্ছা হয় যে, যদি ক্যাম্বেল সাহেব এ আইনের অনিষ্টকর অংশ গুলি পরিত্যাগ করিয়া যাহা দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, সেই গুলি রাখিয়া দিতেন তবে ভারি মঙ্গল হইত, এবং ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল দ্বারা আমাদের সেই আশা কতক পূর্ণ করিয়াছেন। বকোর্ট সাহেব এই বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় এই ভূমিকা করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, গবর্ণর জেনারেল যখন মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করিতে অসম্মত হন, তখন এই আইনের কতক কতক দোষ দেখান এবং লেফনেন্ট গবর্ণর গত বার যখন এই মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তখন তিনি গবর্ণর জেনারেলের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু ২ বলেন। বকোর্ট সাহেব ক্যাম্বেল সাহেবের সেই মন্তব্যগুলির উপলক্ষে এই নূতন আইনটি আবার ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিতেছেন। তিনি প্রস্তাবিত আইন দ্বারা বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আইনের তিনটি দোষ দূর করিবার যত্ন করিয়াছেন। প্রথম তিনি ইহা দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন যে লেফটেনেন্ট গবর্ণর ইচ্ছা করিলে ১৮৬৪ শালের ৩ অ্যাক্ট অনুসারে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থাপিত হইয়াছে সেখানে কমিশনারগণ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া, প্রজার দ্বারা মনোনীত হইবেন এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কমিসনারগণকে এইরূপ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে তাঁহারা ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিতে পারেন। ১৮৬৮ শালের ৭ আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে ডাক্তার খানা সংস্থাপন ও ইংরাজি টিকা প্রচলন করিতে পারিবেন। কিন্তু বকোর্ট সাহেব নূতন আইন দ্বারা ব্যবস্থা করিতেছেন যে এসমুদায় সদনুষ্ঠান ভিন্ন কমিশনারগণ ইচ্ছা করিলে স্কুল স্থাপনও করিতে পারিবেন। এবার যেরূপ আইন হইতেছে তাহাতে আত্ম শাসন শিক্ষার যে সুবিধা হইবে তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কমিশনার নিযুক্ত করিতেন এবং এই নিমিত্ত মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট হইত। সহর বাজারে যেখানে ইংরাজের ও হাকিমের অবস্থিতি আছে, সেখানে প্রায় তাঁহারাই সকলে কমিসনার নিযুক্ত হইতেন এবং এই নিমিত্ত ট্যাক্স দিত এক জনে এবং মিউনিসিপ্যালিটির সুখ ভোগ করিত অন্য জনে। এই নিমিত্ত কলিকাতায় সময়ে সময়ে গণ্ডগোল হইয়া থাকে এবং মফস্বলে তেজিয়ান ও স্বাবলম্বীব্যক্তিগণ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইতে অস্বীকার হন। এই নিমিত্ত এপর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আইনের শুভ অভিপ্রায় লোকে অনুভব করিতে পারে নাই। কাম্বেল সাহেব প্রজা কর্ত্তৃক কমিশনার নিযুক্ত করিবার বিধি করিয়া এই অনিষ্টটি নিবারণ করিলেন। ফসেট সাহেব সে দিন ব্রাইটনে বক্তৃতা করার সময় বলেন যে ভারতবর্ষ বাসিগণের এইরূপ দুরবস্থা যে ট্যাক্স দায়ীরা রাজস্বের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। টাকা দেয় এক জনে ব্যয় করে অপর জনে, এবং যাহার টাকা তাহার তাহাতে কোন কথা বলিবার যো নাই। বৃহৎ রাজ্যশাসন করিতে গিয়া এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা রাজস্ব ব্যয়িত হইলে লোকে তত কষ্ট অনুভব করিতেও না পারে। কিন্তু মিউনিসিপাল সমাজ গুলি অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র। সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে অর্থ ব্যয়িত হইলে ট্যাক্স দায়ীরা প্রকৃত ভারি বিরক্ত হয়। ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আর সেটি হইবার তত সম্ভাবনা থাকিতেছে না। মিউনিসিপাল কমিশনর পদের কিছু গৌরব আছে। এই গৌরব অনেকে লোভ করিতে পারেন। এখন যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে জন সাধারণ হইতে এই পদটি অর্পণের ভার অর্পিত হইবে ও যিনি ইহা প্রার্থনা করিবেন তিনি জন সাধারণের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং কমিশনারগণ যাহাতে জন সাধারণের অনেক সদ্ব্যয় হয় এবং প্রজারা যাহাতে টাক্স দ্বারা প্রপীড়িত না হয় তাহার যত্ন করিবেন। ভাইস চেয়ার ম্যান নিযুক্ত করার ভার কমিশনারগণের হাতে অর্পিত হইবে, সুতরাং তিনিও তাহাদিগকে চটাইবার কোন কার্য্য করিতে সাহস করিবেন না। ইংলণ্ডে পার্লিয়েমেণ্টের সভ্যগণ এই প্রণালীতে নিয়োজিত হন এবং এই সম্মানের নিমিত্ত অনেকে সর্ব্বস্বপণ করিয়া থাকেন। এখন যে প্রণালী হইতেছে, তাহাতে উত্তর কালে কমিশনার পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত এদেশীয় ব্যক্তিরাও প্রাণপণ যত্ন করিবেন; এবং যখন এইরূপ হইবে, তখন জন সাধারণের আত্মগৌরব ও ক্ষমতার আতিশয্য হইবে। আর যখন জন সাধারণের আত্মগৌরব ও ক্ষমতার আতিশয্য হইবে, তখনই দেশের প্রকৃত শুভ দিনের উদয় হইবে। কাম্বেল সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে চিয়ার ম্যান রাখিতেছেন এবং তাহা হইলে কি তিনি বিবেচনা করেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে? কমিশনারগণকে তিনি যত স্বাধীন করিয়াই দিন না কেন, জন সাধারণের হাতে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে যত ক্ষমতাই দিন না কেন, মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে কাহারও মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। মাজিষ্ট্রেটগণকে আমরা ভারি ভয় করি, আমরা অত্যন্ত সাহসী হইলেও অশঙ্কুচিত হৃদয়ে মাজিষ্ট্রেটের মতের প্রতিবাদ করিতে পারি না। তাহাতে আবার ২২২ ধারার কথা আমরা তর্ক, উন্নত ও স্বাধীনতা দ্বারা স্ফীত হইলেও বিস্মৃত হইব না। আমরা এমন অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট দিগের একচাটিয়া আধিপত্য কোন মতেই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আমরা এরূপ বলি না যে, মাজিষ্ট্রেটেরা চেয়ারম্যানের যোগ্য না, কি তাঁহারা অত্যাচার করিবেন, তবে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তা থাকিলে সকলেই তাঁহারপ্রভাবে বিচলিতহইবে এবং আত্মশাসন যে শিক্ষা হইবে না সে বিষয় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। বটে এরূপ একটি কোন সভার উপর একজন কর্ত্তা আবশ্যক এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন এ পদে আর কেহ শোভা পাইতে পারেন না। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, রাজ শাসনাধীনের বাহিরে এরূপ কোন জন সাধারণের সভা রাখা অতি গর্হিত। কিন্তু এরূপ কি কোন উপায় উদ্ভাবিত করা যায় না যে প্রজার সঙ্গে ও মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এরূপ বাধ্য বাধকতা থাকে যে, তিনি অনিষ্ট করিবার কি অত্যাচার করিবার যত্ন করিলে প্রজারা তাঁহাকে বাধা জন্মাইতে পারে?

আমরা গতবার বিলাতি টিকা সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছি। আমরা ঐ রূপ পত্র আরও অনেকগুলি পাইয়াছি। অনেকে এবিষয়ের নিমিত্ত পুনঃপুন কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে অবগত করাতেও ইহার কোন প্রতিবিধান হয় নাই। ইংরাজি টিকা প্রচলিত হইয়া আমাদের দেশী টিকাদার ক্রমে বিরল হইয়া পড়িয়াছে, এখন গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি টিকাদারের সুবিধা না করিয়া দিলে লোকের ভারি বিপদে পড়িতে হইবে। আমরা ভরসা করি মফস্বলস্থ লোকের এ বিষয়ে যাহাতে কোন কষ্ট না পাইতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার সুবিধা সত্বর করিবেন।

ইতি পূর্ব্বে বরাবরি নিয়ম ছিল যে মদের দোকান করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এখন মদের দোকানের সরকারি নিলাম হইবে এবং উচ্চ ডাকে দোকান বিক্রয় হইবে। এই নিয়ম মত কার্য্য আরম্ভ হইবার সাব্যস্ত হয়, কিন্তু আপাততঃ ৩ মাসের নিমিত্ত ইহা বন্দ থাকিল। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম দ্বারা প্রত্যাশা করিতেছেন, আবকারি দ্বারা অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইবে। এ দেশে মদের দিন দিন যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, বিশেষতঃ সাধারণ নিলামে লোকের ভয়ানক জিদ উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের আশা পূর্ণ হইতে পারে। প্রথমতঃ লোকে জীদ বশতঃ অধিক মূল্যে দোকান ক্রয় করিয়া শেষে ক্ষতি পূরণ নিমিত্ত অন্যায় কার্য্যে রত হইতে পারে। ইহার শাসন নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কঠোর আইন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভাব হইলে লোকে নির্বিঘ্নে আইন উলংঘন করিবার উপায় বাহির করিবে। আর গবর্ণমেণ্টের জানিয়া শুনিয়া লোককে দুষ্কর্ম্মে বাধ্য করিয়া শেষে দণ্ড করা ন্যায় সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ যদি সমুদায় দোকানদারেরা ঐক্য হইয়া নিলাম ডাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতে পারে। আমাদের বিবেচনায় যদি মদের আয় বৃদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হয়, তবে উহার শুল্ক বৃদ্ধি করুন। তাহা হইলে মদের প্রাদুর্ভাবের কতক লাঘব হইবে, ও আয় অনেক বৃদ্ধি হইবে।

লেফটেনেণ্ট গবর্ণর যখন বহরমপুর গমন করেন তখন বলেন যে, যদি স্থানীয় চাঁদার দ্বারা ৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় তবে বহরমপুর কলেজের ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটি বাস গৃহ করিবার নিমিত্ত তিনি ৬ হাজার টাকা দিবেন। বহরমপুর হইতে এই নিমিত্ত নিম্নোক্ত চাঁদা হইয়াছে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী	৩০০০
বাবু অন্নদা প্রসাদ রায়	১৫০০
রায় লক্ষ্মীপতি বাহাদুর	১০০০
,, ধনপতি সিংহ বাহাদুর	১০০০
,, মেঘরাজ বাহাদুর	২০১
,, হরেকচন্দ্র নেউগী	২০১
,, বুদ্ধ সিংহ দুধুরিয়া	২৫০
	৭১৫২

বহরমপুর কলেজ রাখিবার নিমিত্ত তথাকার জমিদার ও বাসন্দেরা বিস্তর যত্ন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষ্ণনগর কলেজের নিমিত্ত কেহ কিছুই করিলেন না।

ইংলণ্ড হইতে মিস এক্রয় আমাদিগের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি সুদ্ধ স্ত্রীদিগের মঙ্গলোদ্দেশে এখানে আসেন নাই, আমাদিগকে এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টকে লজ্জাদিতে এখানে আসিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে এক জন স্ত্রীলোক নিজ ব্যয়ে এখানে আমাদের স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, এটি প্রকৃতই আমাদের ভারি লজ্জার কথা। যাহা হউক আমরা পূর্ব্বে এবিষয়ে কোন উদ্যোগ করি নাই, এখন মিস এক্রয়ের শুভোদ্দেশ্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করা অতি কর্ত্তব্য। এদেশে বালকদিগের শিক্ষা দেওয়ার যেরূপ সুবিধা আছে, বালিকাদিগের সেই রূপ কোন সুবিধা করা মিস এক্রয়ের উদ্দেশ্য। এরূপ বিদ্যালয় একটী সংস্থাপন করিতে তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাসে ১০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। আমাদের দেশের এক জন প্রধান লোক ৫ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহার স্কুলের ব্যয়ের ভার লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্কুলটী সাধারণের অর্থ দ্বারা সংস্থাপিত করিতে চাহেন এবং এই নিমিত্ত তিনি সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুল সংস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন। তদ্ভিন্ন বালিকাদিগের নিকট হইতে কিছু উচ্চ হারে বেতন গ্রহণ করিবেন, তাহা দ্বারা স্কুলের ব্যয়ের সাহায্য হইবে। মিস এক্রয় স্কুলের ব্যয় এই রূপে চালানের অভিপ্রায় করিতেছেন, কিন্তু ইহা দ্বারা স্কুল সুচারু রূপে চলিবে, আমরা এরূপ ভরসা করিতে পারি না। চাঁদা দ্বারা এদেশের কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত চলে নাই। বালিকা বিদ্যালয়ের কথা দূরে থাকুক, বালকদিগের শিক্ষা দেওয়ন নিমিত্ত এদেশের প্রধান প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিশেষ জিদের উপর মেট্রপলিট্যান কলেজটি সংস্থাপন করেন, কিন্তু এখন তাহার খোজও নাই। মনুষ্যে বিশেষ স্বার্থ না থাকিলে নিয়ম মত চাঁদা দেয় না, তাহাতে আবার বাঙ্গালার বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত। মিস এক্রয় ইহার নিমিত্ত আশা করুন, কিন্তু আমরা আশা করি না। যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের ব্যয় সংকুলন করিতে চান, তবে তিনি গ্রহণ করুন। স্কুলে সাধারণের উদ্যোগ আছে কি না, তাহা চাঁদা গ্রহণ দ্বারা না জানিয়া তাহারা স্কুলে বালিকা পাঠার্থে পাঠায় কি না, তাহা দ্বারা পরীক্ষা করিলে ভাল হইবে। বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কিছু সাহায্য করিবেন। আমাদের বিবেচনায় মিস এক্রয় আপাতত গবর্ণমেণ্টের ও উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির টাকা দ্বারা এটি আরম্ভ করুন। পাঁচ বৎসর ইহার কাজ যদি উত্তমরূপ চলে, এবং বালিকারা যদি সুশিক্ষিত হয়, তবে পাঁচ বৎসর পরে স্কুলে বেতনের হার বৃদ্ধি করিলে উহার ব্যয় সংকুলন হইবে।

আগামী বৎসরের পোলিসের আয় ব্যয়ের নিমিত্ত একাউণ্টেণ্ট যে বজেট অর্পণ করেন, তাহাতে তিনি দেখান যে ৪৭৭৩৮২৬ টাকা ব্যয় পড়িবে। সচরাচর বজেট যাহা প্রস্তুত হয়, উহা পাশ হইবার সময় কিছু কম করিয়া পাশ করা হয়। কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের পোলিসের উপর ভারি দয়া। তিনি বজেট লিখিত টাকা না কমাইয়া উহার উপর আরও ৮০ হাজার টাকার অধিক মঞ্জুর করিয়াছেন। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল হিসাবে পোলিসের বাটি মেরামত ও বারিক প্রস্তুতের নিমিত্ত ৯০৮০০ টাকা চান, ক্যাম্বেল সাহেব ইহার নিমিত্ত ১৪১,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ৫০২০০ টাকা যে কেন মঞ্জুর করিলেন, তাহার আমরা আর কোন কারণ দেখি না, তবে পবলিক ওয়ার্ক দ্বারা এই টাকা গুলি ব্যয়িত হইবে এবং ক্যাম্বেল সাহেবের এটি শকের বিভাগ।

পোলিস বিভাগের মধ্যে সিবিলিয়ান নিয়োগের প্রতিবাদ সহ পোলিস কর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন অর্পিত করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, MARCH 13, 1873.

We have had always a high opinion of Messrs. R. V. Cockerell and L. R. Tottenham and we are therefore glad to hear that they are winning golden opinions as judicial officers in 24-Purgunnas. They are considered as no unworthy successors of Messrs. Latour and Beaufort. It will be remembered, that Mr. Tottenham was the foremost in bringing to light the iniquitious nature of the system under which indigo cultivation was carried on in former days, and his present popularity only illustrates the principle that a man with a high sense of justice will seldom fail to be a good judge.

———ooo———

Dr. Harish Chandra Surma has, we are exceedingly glad to notice, established himself in Calcutta. The people of Pubna will certainly deplore his absence, but though he may suit Pubna, a Muffosil Town may not suit him. Possessing a good constitution, strong physic, untiring energy, kind heart and a vast medical experience, Calcutta will soon learn to appriciate the talents of a truly remarkable man. We strongly recommend him to the public as a distinguished homœopath and allopath and a physician who takes special interest for the comfort of his patients. He is to be found at 96 Beadon Square, North.

The following is from an esteemed correspondent of Lahore :—

As the official year is well nigh drawing to a close, the question of the continuance or otherwise of the Income Tax is being discussed both in public prints and private circles. Many appear for its abolition, few for its continuance. It would sound paradoxical to state that both the parties agree and at the same time disagree. The point at issue will it is believed be clear from the following statement. None of the parties would wish that the tax should press them, but it will naturally be interogated why should the latter then advocate the continuance of the Income Tax. The answer is that they can not beleive that the govt would relieve the people of all the taxes they are required to pay and such being their impression which sometimes prove to be a fact they naturally wish the continuance of the mildest one. It would be an act of wisdom and foresight on the part of Government to see which tax oppresses the people least. The road cess tax, the police tax, or the income tax. The masses as a rule do not come under the operation of the income tax and if the rates be a little enhanced and the amount on which the tax is to be levied be also increased the both ends of the question will be met. Thus persons whose incomes range from Rs. 4,000 to 20,000 a year may be made to pay at the rate of 10 percent and peoples whose incomes exceed that sum may be made to pay at the rate of 20 percent. It is almost doubtless the Europeans in this country will most assuredly show symptoms of dissatisfaction but the Government fear nothing by such expressions of dissatisfaction as they are residents in this country and not inhabitants. The political significance of this fact will be plain to all since when we have no colony of Europeans in this country their dissatisfactionn is not to be feared and besides they can never entertain any disloyal feelings towards the Government whereas the case is quite the reverse with the people of this country. Since the sufferings, hardships they suffer, and the ill feelings they may happen to cherish towards Government they may transmit the same feelings to their posterity and this feeling may take shape and in time grow, enlarge, intensify and determine the course of action in the future progeny. It is therefore necessary the Government be apprised of the state of feelings of the masses. If it could be helped all the taxes must be removed, if not, let the income tax alone be retained at an increased rate, the rest being abolished. It is indeed gratifying to find that our countrymen have at last begun to see the workings of all the taxes in the land and are in a position to institute comparison as to the oppressiveness of different taxes.

—000—

The following extract from the *Native opinion*, Madras, will repay perusal :—

"A native after 30 years' service gets a pension of 600£ per annum. A First Class Deputy Collector gets 300£, while clerks in the India office (in England) draw more than that. The great philosopher John Stuart Mill draws a pension of 1,500£, *i. e.*, half as much again as any retired Covenanted Civil Servant. A charwoman gets a rate of pension which is better than that which a lowest Class Revenue Inspector will get after 30 years' service, she gets nearly 11 rupees, he will get only 10 rupees. As to the House-keeper at the India office her pension is twice as good as that of a talook Sheristadar. The door keepers' is superior to that of a Huzoor Sheristadar by nearly 40£. The pensions drawn by writers will compare favourably with the salaries of 3rd Class Deputy Collectors. The pensions of Messengers are in no way inferior to the state pensions granted to the female representatives of the former rulers of this country."

This is the way how our meney goes and how Englishmen in their own soil fatten at our expence.

—000—

So it has at last come to this! The Sultan of Zanziber refuses to sign the treaty for the abolition of the slave-trade in his territory and a war with Zanziber seems to be inevitable. Of late, England has shown a decided predilection for fighting with such powers as the Lushies, Abyssinians, Huzzrites &c. and a war with Zanziber will no doubt add greatly to the lustre of her glory! So the great problem which puzzled us so much whether the grand philanthropic idea of emancipating the slaves or the conquest of the naval station Zanziber has tempted England to send out the Embassy is at last cleared. But we have not the least objection to England's extending her dominions on all sides of the globe, provided we are not required to pay for them. But judging from England's past acts, we see a gloomy prospect before us and feel almost sure that Zanziber will be conquered by our money and we will have to pay for the maintenance of that country.

—000—

The Brighton Meeting.—Sympathy is very sweet, especially to an oppressed heart. Sympathy from a stronger and sympathy from the oppressor to the oppressed is sweeter still. Every native who has an affection for his country bears rather a heavy life. If he has any grievance to urge, it is not redressed, not heeded and offentimes not heard even. He mourns in silence and weeps for the future of his country. Who understands more than he what is really needed for his country, who has a better right to introduce reforms and redress grievances? He feels his right, but he has been ousted from it, and his disinterested affection for his country is not appreciated. If he praises his masters, he is put down for a Wahabee in disguise, if he censures he is at once taken for an open enemy. The Bengallees boldly criticize the measures of government and they are a seditious race. Every Mussalman who salaams meekly is a rebel. Poor Mrs. Roghu Nath Bose of Bodekhana had a very hard time of it with her husband. Her husband had another wife, but she was desirous of drawing him to her. But all her sweet words had a contrary effect upon him. The more she loved, the more he suspected her. He fancied he was poisoned, and he drugged himself so largely that he was in danger of being killed by it than by the fancied poison. Her wife at dead of night was searching for something under the mattress; her wise husband immediately concluded, that she was only searching for a sharp instrument to despatch him. He rushed from the house and concealed himself under a barn. Her wife followed him, called after him, but her husband was too prudent to respond to her call. We can neither fight nor love. We can't afford to lose such enlightened masters and our masters will not allow us to approach them. The great evil, under which India is suffering at present, is the want of sympathy and affection of England. Any word of sympathy therefore from English people imports a thrill of hope and gratefulness throughout the Indian Empire. As a matter of fact Professor Fawcett did nothing but his duty in paying some attention to Indian affairs. Parliament is not sensible of the solemn responsibility. Professor Fawcett is—every M. P. ought to do what the Professor is doing, but to the neglected Indian people the Professor is a prodigy of philanthropy. The deep gratitude of the Indian people and the Indian people number 200 millions is sencere and true. If the people of India is grateful to the Professor, he has done something of which indeed he has a right to be proud. He advocated the cause of truth and justice apparently without ressult. Parliament heeded him not and Mr. Grant Duff carried away every thing before him. But if he failed in moving the Parliment, he has been instrumental in moving his constituents. The surest way of exciting the sympathy of England is not by moving the selfish Parliment but the freedom loving electors of Britain. Every body knows we sent an address to the Professor and to the Brighton people thro' the Mayor. The Mayor Mr. Ireland convened a public meeting to read the addresses of the people of Bengal and Bombay. There was no Anglo-Indian haughtiness and selfishness, but deep sympathy for an oppressed people pervaded the Assembly. Mr. Mayor said; "It was always pleasant and agreeable to have our names stand well before the public of our country, but when our fame got noted abroad and we were recognised as aiding to promote the interests of 200 millions of our fellow subjects in a distant country, then we had something of which we might indeed be proud." Yes, and when a borough of distant England having no direct interest in Indian affairs offers as its sympathy and help, what must be the feeling of the people of India. Those who can contemplate such a demonstration in England without shedding abundant tears of affection and gratitude are devoid of all feelings. It is impossible to follow all the speakers, who feelingly advocated the cause of wronged India in a Newspaper article, but one thing we feel certain that such sincere friends of India never met together. Mr. Mayor said 'We are ready to interest ourselves in them; and he was sure they are ready to interest themselves in us. Let Professor Fawcett speak for us.' He said that every kind word or generous act about India said in England arouses the enthusiasm and gratitude of the people of India. Mr. Bose who is no other than our dear friend Babu Anand Mohon Bose made a brilliant speech, of which another speaker Mr. White M. P. said "Never in his life had he listened to a more eloquent description of the wrongs of India. Cognizant as he was with the highest flights of oratory, with the greatest efforts of genius in the House of Commons and the House of Lords, he was truly struck with the wonderful eloquence, the through power of language, the admirable description and grasp of the subject and the nobleness of intellect desplayed by Mr. Bose." And such a race it is urged does not deserve a representative Government and even the higher posts of the State, Mr. Fawcett made a promise and that promise must be made known far and wide. He said, "I will be careful to avoid making any promises which I may not be able to fulfil but this I can at least say I will not in the future relax in my efforts on behalf of the people of India." It is clear that this meeting will have a tremendous moral effect upon the other constituencies of England. With Lord Northbrook in the throne, Mr. Fawcett in the Parliament and the Russians in our frontiers, we have every thing to hope for our country. Surely Providence has not forgotten the noblest country in the world.

—000—

Honesty is the best Policy.—Are the recent acts of Lord Northbrook the result of policy? Our heart would revolt from such a guess. There can be little doub that His Lordship is following an hone way of doing duty. But yet in a polic point of view, his acts would stand any averse scrutiny. His honest way is also what the most interested policy woud dictate.

There is a school of politicians who entertain strange notions of the art of Government. They make it something mys-

terious, narrow, barbarous and crooked. They conceive it to be high in proportion it is narrow and crooked. Men of this school are unfortunately not few. And from time to time they have abounded in the governing hierarchy of India. Not few of these have evinced a policy of government of which humanity might certainly be ashamed—to repress ambition lest that should tend to an equality,—to ever force a distance to be observed between the English and the natives lest they forget that they are conquered,—to disown their merit lest they conceive any national vanity,—to strenuously withhold concession lest that might embolden them to make fresh demands. And first to attribute to them a natural propensity to slavishness and then to call on them to keep to this disposition as the birthright of oriental character, is as much as to say "snail were you born and snail shall you end." Even that high spirited, such generously disposed person Mr. Campbell betrayed to some extent principles like the above in the book he wrote regarding India as he has to a considerable extent entertained them in his present affair.

We will not pause to consider the moral propriety or otherwise of this sort of policy. We will only try to show that it is not the best policy. That which expresses this policy in the meanest form, is the adage—"Do not hold out a morsel of food to the monkey because then the next day he will come to share your mess." It was some thing like this which induced His Grace in England to cancel the State scholarships. It was something like this that caused Lord Mayo to turn a deaf ear to the cries of the country touching various things. In all these, were the interests of Her Majesty's Crown best consulted? Say yes and then ask your heart. The truth is even in the animal creation you must know to evince a disposition of honest and loving treatment—not only to evince but to have before you can turn the irrational animals to your service. That instinctive tendency to seeking interest which alone occasions and justifies policy is frustrated even in behaviour towards brutes if you depart from honesty of purpose. Thus the best horseman is not he who ever goads and flogs his animal but he who studies its ease and guides it. Rising another step to that quasirational state—boyhood. Here also you have to consult humour and to love before you can expect to be guided and followed. He is the best teacher who gets a strong hold in the hearts of his pupils Then as to mature manhood, the case is very clear. Chanakiya the Sanscrit Aesop says: "As soon as your boy is of sixteen years of age behave towards him as a friend treats a friend." India has certainly passed her minority if she was reduced to that blessed state for the second time in the dark age of her history. She has long begun to expect to be treated frankly, cordially and courteously. But no, her guardians wont allow her the power of discretion. She is to be chastised with a stick, not to be listened to, far from consulted, despised as ignorant, and treated with contumely. Thus humiliated and mortified how could she help resenting the ill treatment she received. But sullenness and discontent were her only weapons. The English nation is however a generous nation. There are souls in its bosom which can anticipate sentiments of distress and suffering and which strive to administer the balm. There was a Governor-General who said:

"In many respect the Mahommedans surpassed our rule; they settled in the countries which they conquered; they intermixed and intermarried with the natives; they admitted them to all privileges; the interests and sympathies of the conquerors and conquered became identified. Our policy, on the contrary, has been the reverse of this—cold, selfish and unfeeling, the iron hand of power on the one side, monopoly and exclusion on the other. The bane of our system is not solely that the Civil administration is entirely in the hands of foreigners, but that the holder of this monopoly, the patrons of these foreign agents, are those who exercise the directing powers at home that this directing power is exclusively paid by the patronage; that the value of this patronage depends exactly upon the degree in which all the honors and emoluments of the state are engrossed by their clients, to the exclusion of the natives. There exists, in consequence on the part of the home authorities, an interst in respect to the administration, precisely similar to what formerly prevailed as to commerce, directly opposed to the welfare of India and consequently it will be remarked without surprise that in the two renewals of charters that have taken place within the last twenty five years, In the first nothing was done to break down this administrative monopoly; and in the second, though a very important principle was declared, that no disability from holding office in any subject of the crown by reason of birth, religion, descent or colour, should any longer continue, still no provision was made for working it out and as far as known the enactment has remained to this day a dead letter. India in order to become an attached dependency of Great Britain must be governed for her own sake not for the sake of 800 or 1000 individuals who are sent from England to make their fortunes. They are totally incompetent to the charge; and in their hands, administration, in all its civil branches, revenues judicial and police has been a failure. Our government, to be secure, must be made popular, and to become so, it must consult the welfare of the many and not of the few."

In the passage above quoted, Lord Bentick has referred to certain *forms* of thing which are now past, but the *things* themselves yet remain. The Court of Directors is no more. But is the Home Office better? And if it be as bad, it will be worse because unlike the Court of Directors, it is above all check and all opinion. But we are digressing. We have mentioned a governor who understood what sound policy is. And God has at present blessed us with a Governor who understands what sound policy is. Lord Mayo's Government brought the country on the verge of despair. Certainly it could not have borne so bitter fruits as the arbitrary and self willed Governments of Henry VIII and Louis XIV bore each more than a century after. The passive and weak nature of the Bengalees was a sufficient guarantee against that. But Lord Mayo's Government was enveloping the country in discontent which is by no means welcome. And look to Lord Northbrook. He has consoled the nation and inspired it with hope. Is not that a valuable thing for Her Majesty's Government? Even such is the effect of an honest policy that Lord Northbrook has vetoed the Municipal Act of Mr. Campbell's but the people have grown complacent on that account even towards Mr. Campbell.

———ooo———

CENTRAL ASIA.—The complicated question of Central Asian Politics has, after engaging the attention of the two European powers that own large territories in the Eastern cotinent, been settled between them, at least for the present. The diplomatic communications recently published disclose that a boundary line has been fixed upon to be held sacred by both the powers, and a violation or overstepping of which by either party shall be justly considered as a sufficient *casus belli* by the other. The whole transaction appears to us not very unlike to the fable of *Kalneemas'* division of *Lanka*. None of the hundreds of independent rulers and tribes of Central Asia was ever consulted or spoken to, whilst the farce of sifting of their respective rights and claims was being enacted in Europe. None of them has perhaps heard a syllable of the compact that has been agreed upon by the cabinets of London and St. Petersbrough, which settles their destinies and seals their fate. This is the moral side of the picture where both parties stand with equal rights on equal ground.

Now let us look at the political side of it—the only view which in these degenerate days of interest and utility is said to be worth looking at. Has either party gained a vantage ground over the other? Is there any thing in the treaty which has placed either of the two at a disadvantage immediate or prospective direct or otherwise? To come to a conclusion we must scrutinize a little into the conditions of the treaty. We find that Russia binds herself to confine her operations within a certain limit far in advance of her present possession so long as the other party shall fulfil the conditions imposed upon them. She has ample work yet within that limit to think of going beyond it for the present, and by the time she may span her hands for that purpose, who shall say that she will not have grounds of complaints and pretexts to allege with equal if not more reason as those urged on the breaking of the Black Sea restrictions.

England on the other hand not only binds herself to remain within that sacred limit, but engages to keep others as well within it. To be able to fulfil this last condition, she calculates upon the friendship of Amir Shere Ali, and her own power of giving subsidies from the Indian exchequre. Supposing this friendship of the Afghan chief and his existing relations with the British India Govt, to remain for ever as it is, is there no other contingency which may lead to a misunderstanding or be construed by an interested party into a breach of compact? The official correspondence shews that the English cabinet defined all the territories within the limit assigned as the legitimate hereditary possessions of Shere Ali. Russia for some time disputed about some of those tracts, as for instance Badaksha and Wakha, being independent, but she yielded at last with a deference to the views of the English ministery. This concession or "act of courtesy" as the Russian minister has it, is the most clever part of the diplomatic tactics of Russia. Certain wild tribes whom the Amir claims for his subjects but who themselves it must be evident do not submit to his sway, are to be kept in peace towards their neighbours by the British Government.

Any disturbance or act of plunder committed by them may be construed into a violation of the treaty, inasmuch as sovereigns are to be held responsible for acts of their subjects. And as in spite of Russia's assurance to the contrary, England persisted in maintaning the subjection to Affganistan, she can never divest herself of the responsibility of keeping these unruly inhabitants of Shere Ali's heriditary dominion in peace towards their neighbours.

Thus has Russian diplomacy with a show of concession and reluctance in reality saddled upon England a condition difficult if not impossible to fulfil, *viz*, that of keeping in peace turbulent tribes far away from the limit of her influence, and acknowledging no submission even to her Moslem ally Shere Ali. It is not difficult to conceive how easy it would be for Russia were she inclined any day to find a pretext of breach of a treaty in acts of others over which the British Government can have no possible control. Thus whilst Russia on her part has wisely enough promised for her own good conduct and nothing else (and it is not her present interest to shew hostility), she has exacted with apparent reluctance a powerful instrument of her future ambition.

———ooo———

সংবাদ।

—গত সোমবার হুগলী রেলওয়ে লাইনে এক জন দেশীয় কর্ম্মচারি গাড়ী চাপা পড়িয়া মারা পড়িয়াছে। ঐ ব্যক্তি লাইনে কাজ করিতেছিল. ইতিমধ্যে দুই দিক্ হইতে দুই খান গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়; সে দিশা হারা হইয়া প্রাণ রক্ষার আশায় লাইন পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার মধ্যে গাড়ী আসিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়।

---সম্প্রতি চব্বিশ পরগণার পুলিস সম্বাদ পাইয়াছিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন এক নির্দ্দিষ্ট বাটীতে ডাকাইত পড়িবে। সম্বাদ পাইবা মাত্র পুলিস সতর্ক হইলেন, এবং দুইজন বিশ্বাসী কর্মচারিকে বাটীতে রাখা হইল। ক্রমে ডাকাইতদের আসিবার সময় উপস্থিত হইল, এবং পুলিশ কর্ম্মচারিরা প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে ডাকাইতরা উপস্থিত হইয়া প্রাচীর ভেদকরিয়া প্রবেশ করিল। তখন পুলিস বীর পুরুষেরা আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ ভাবে একটি কোণের ভিতর লুকাইলেন। ডাকাইতেরা কুটীরে প্রবেশ করিল; পুলিশ মহাশয়েরা এক চৌপেয়ের নিম্নভাগে আশ্রয় লইলেন এবং যখন উহারা যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল তখন সাহসিক মহাশয়েরা বাহিরে আসিলেন। এঁরা প্রকৃত বীর পুরুষ বটে।

---পূর্ব্বকালে এদেশে মুনি কন্যা ও রাজ কন্যারা সহকার তরু ও মাধবীলতার বিবাহ দিতেন। কতক বৎসর হইল শুনিয়াছি, কলিকাতায় এক ব্যক্তি বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে স্থল বিশেষে, পুত্তলিকা, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির বিবাহ ও অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকাতে যেএকটী পুত্তলিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এমন আর দেখিও নাই, শুনিও নাই! ইহাতে প্রকৃত বিবাহের মতন কোন অংশেই আড়ম্বরের ত্রুটী হয় নাই। গীত বাদ্য আহার ব্যবহার, ও মিসিল বাহির প্রভৃতি সকলই সম্পূর্ণরূপে হইয়াছিল। ইহাতে বহুতর টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এ বিবাহে ঢাকার বাবু রাধিকা-মোহন দাসের কন্যার পুত্তল বর, এবং রঘুনাথ দাসের কন্যার পুত্তলিকা কন্যা। বস্তুতঃ ইহার সমুদায়ই প্রকৃত বিবাহের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটী কৌতুকাবহ বিষয় দৃষ্ট হইতেছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই, যখন কার্য্যাদি সমুদায়ই প্রকৃত বিবাহের ন্যায় হইল, তখন সম্পর্ক প্রকৃত বিবাহের ন্যায় হইবে কি না? যদি তাহা হয়, তবে বড় বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে। যে দুই কন্যা পুত্তলিকার বিবাহ দিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরস্পর পিসী ও ভ্রাতষ্পুত্রী সম্পর্ক। কিন্তু এখন পুত্তলিকা সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর সম্বন্ধাতা হইল। ইহার কোন্‌টী বলবৎ থাকিবে? যদি পুত্তলিকার সম্পর্ক রক্ষা হয়, তবে একটী অভেদ্য নিতান্ত নিষ্ঠ সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। অথবা যদি পূর্ব সম্বন্ধ জায় থাকে, তবে পুত্তলিকা বিবাহের এক অঙ্গ অপূর্ণ থাকে। বিশেষতঃ ইহাতে পুত্তলিকার অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মিবে। আর একটী কথা এই, জামাতৃদর্শন ত্যাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার কা হইবে কি না? আমরা জানি এক জন গৃহস্থ ন্যা বিড়াল বিবাহ দিয়া জামাই বিড়ালকে দেখিলেই বগুণ্ঠনবতী হইত। এমন কি দৈবগত্যা এক দিবস র্ব্বোধ জামাই বিড়াল, শাশুড়ীর গাত্রে মল ত্যাগ করিছিল সেই জন্য তাহার পাপ আশঙ্কা করিয়া জামায়ের প্রায়শ্চিত্ত করান হয়! যাহা হউক উক্ত বিবাহ ইয়া যদিও আমরা কৌতুক করিলাম, তথাপি ইহা স্মরণ লে নিতান্ত দুঃখের উদয় হয়। ইহা ঢাকার নিতান্ত ভাগ্য বলিতে হইবে? আমাদের ধনী লোকেরা যদি পি অকর্ম্মণ্য বিষয়ে অযথা এত অর্থের শ্রাদ্ধ করেন, ব দেশের মঙ্গলের আশা কোথায়? এই অর্থগুলি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে, দেশের কত হিত সাধন হইতে পারিত বলা যায় না। ধনীদিগের অর্থ যত দিন না সৎপথ চিনিবে, ততদিন আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। আমোদ করা উচিত বটে, কিন্তু এরূপ আমোদ না করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ করিলে বিশেষ উপকার হয়। সভ্যদেশ মাত্রেই নাটকাভিনয়, বিশুদ্ধ সংগীত বাদ্য ও অন্যান্য প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে।

ঢাকাপ্রকাশ।

—শিবসাগরের ডেপুটি কমিসনার তদ্দেশবাসী নাগা জাতিদিগকে ব্যাঘ্রের দন্ত কামড়াইয়া সপথ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ইনি এক জন ক্যাম্বেল সাহেবের খাস সাগরেত হইবেন।

—রঙ্গপুরঃ ধাপা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "আমরা দেখিতেছি গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর রঙ্গপুরে ডাকাইতির বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে, ১৮৭২ সালে জেলাস্থ সমুদায় ষ্টেশনে ৮ টি ডাকাইতি হয়, তাহাতেই পলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত ও উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালের কেবল জানুয়ারি ও ফিব্রুয়ারি দুই মাসের মধ্যেই ১৪ টী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট ১০ মাস যদি এই নিয়মে পড়তা হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উপরওয়ালার নিকট এ বিষয়ের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ লেখা ভার হইবে। সে দিবস পলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবের রঙ্গপুর আসার সংবাদ শুনিয়া, তিনি চক্ষে দেখিতে পান এরূপ স্থান কুঠিবাড়ীতে বদমাএসেরা এক ডাকাইতি করে, এবং তিনি রঙ্গপর হইতে প্রস্থান করিতে না করিতে পীরগাছায় আর এক ডাকাইতি হয়। কৈ এ বিষয়ের ত বিশেষ অনুসন্ধান হইয়া উঠীল না।

—দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশে ত্রৈলঙ্গীদের মধ্যে কন্যা বা স্ত্রী বন্ধক দিবার নিয়ম আছে; ঋণদাতা তাহাদিগকে বিবাহ করেন। কেহ কারাবদ্ধ হইলে তাহার স্ত্রী তজ্জাতীয় কাহার নিকট সমর্পিত হয়। স্বামী কারাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহার স্বামীর হয়। কোথায়ও বন্ধকী স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র হয় সে ঋণ দাতার; কন্যাগণ অধমর্ণের। কোন কোন স্থলে ৫০ টাকা পাইয়া কেহ কেহ আপনার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যে টাকা জাঞ্জিবারে ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদিগকে দিতে হইবে, তাহাতে আমাদের দেশের দাস দাসী বিক্রয় ব্যবসায়ের নিবারণ করিলে অনেক কাজ হইত।

বঙ্গ বন্ধু।

---চীনের নূতন সম্রাট প্রকৃত সভ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি চীন দেশে আফিঙ্গের চাস বন্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

---এক খানি শ্যাম দেশস্থ পত্রিকা বলেন যে, বোর্ণিও দ্বীপে এক প্রকার বন্য জাতি দেখা গিয়াছে। ইহারা সোজা হইয়া দুই পায়ে হাটে, এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইলে প্রায় চারি ফিট উচ্চ হয়। ইহারা দেখিতে কাল ও শরীরে লোম আছে। ইহারা বাসস্থান বাঁধিয়া অবস্থান করে না ও পরিবারের উপর প্রায় ভাল বাসা নাই। প্রায় একত্র হইয়া থাকে না, গাছ কি গর্ত্তের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে এবং পোকা মাকড় এবং আপনাদের মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা পোষ মানে না এবং কোন কাজ ইহাদিগের দ্বারা করা যায় না। লোকে ইহাদিগকে দেখিলেই গুলি করিয়া শীকার করে। জীবিত অবস্থায় ইহারা ধৃত হইলে এরূপ চীৎকার করিতে থাকে যে, লোকে তাহা শুনিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। কিন্তু এই চীৎকার ধ্বনি কতক টা মনুষ্যের কথা মত বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্যদের মত ইহারা বন্ধী হইলে সকরুণ নয়নে তাকাইতে থাকে এবং স্ত্রী গুলা কতকটা লজ্জার চিহ্ন দেখায়। বস্তুতঃ এই হতভাগ্য জাতিকে প্রায় মানুষ বলিলে বলা যায়।

—সম্প্রতি গ্লাসগো নগরীর চক্ষুরোগ চিকিৎসালয়ে একটি রোগী চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহার দর্শন শক্তির লয় হওয়ায় খরগসের চক্ষুর কিয়দ্দংশ কাটিয়া তাহার চক্ষের গলিত ভাগ পূরণ করিয়া দেওয়াতে দিব্য দর্শন শক্তি হইয়াছে। এ ঘটনাটি সাধারণত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উক্ত চিকিৎসালয়স্থিত ডাক্তারেরা উহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

—ফরাসিস রাজধানী পারিসনগরে একটি লোক আছেন, তাঁহার দর্শন শক্তি এরূপ চমৎকার যে তিনি অনায়াসে জলমধ্যবাসী কিটানু সকল পৃথক এবং স্পষ্ট রূপে দেখিতে পান, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কিছু মাত্র সাহায্য আবশ্যক করেনা। এ ব্যক্তি বোধ হয় এক জন কেলারবায়াণ্ট মিডিয়াম হইবেন।

—২৫শে ফেব্রয়ারিতে রাউল পিণ্ডে দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষে একটা কুকুর লইয়া বিবাদ হয়। বিবাদ কালিন ঘুঁসা ঘুঁসিও হইয়াছিল। অতঃপর কলহ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হইল। ঘুঁসিতে উহার পেটের প্লিহা ফাটিয়া যাইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

—লণ্ডনে ভাই সি সিস্থম নামক এক খানি জাপানি পত্রিকা সত্বর বাহির হইবে। কতিপয় জাপান দেশীয় লোকে ইহার সম্পাদকের কাজ করিবেন। ইংলণ্ড এবং আমরিকায় এখন যে সকল জাপানীরা বাস করিয়াছেন, তাহারাই পত্রিকায় লিখিবেন এবং কিঙ্গস্থ কালেজের অধ্যক্ষ সামাস সাহেব সম্পাদকের সহায়তা করিবেন।

—সোমবার বারাকপুর কাণ্টনমেণ্টের নিকট ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবসে রাত্র সাড়ে এগারটার সময় চন্দ্র পুখুরিয়া নিবাসী রাম চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ১৫।২০ জন ডাকাইত পড়িয়াছিল। পুলিশ কর্ম্মচারিরা যদিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কাহারও দর্শন পাওয়া গেল না।

---একখানি মুসলমান পত্রিকায় আগামী বৎসরে যে যে ঘটনা হইবে তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। "এই বৎসর (যাহা ২১শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়াছে) অসময়ে বৃষ্টি হইবে, শস্য মোটে হইবে না, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সমুদায় রাজ বিপ্লব দ্বারা ছার খার হইবে, বণিকেরা ভয়ঙ্কর ক্ষতি গ্রস্ত হইবে, দেশ বরফ দ্বারা আবৃত হইবে এবং বৎসরের শেষে ভারি বৃষ্টি হইবে। তরমুজ ও আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে হইবে, গোরুতে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দিবে, এবং বন্য জন্তু সমুদায় বাত্যাহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবে, রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিবেন এবং বিস্তর সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ হইবে। পশ্চিম ও পূর্ব্বে অগ্নি এবং ভূমিকম্প দ্বারা বিস্তর রাজ্য নষ্ট হইবে। জুয়াখেলা ও দস্যুতা প্রবল হইয়া উঠিবে। আবশ্যকীয় বসন সমুদায় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িবে, অল্পই শীত হইবে এবং বিস্তর শিশু সন্তান মরিয়া যাইবে। জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইবে এবং পিপীলিকা ও পোকার অত্যাচারে লোক বিরক্ত হইয়া যাইবে। স্ফোটক ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগের বৃদ্ধি হইবে এবং অশ্ব সকল শূল বেদনায় মরিয়া যাইবে। বাগদাদ, রুম ও নিকটবর্ত্তী দেশ সকলে বিস্তর লোক মরিবে এবং তুর্কি ও গ্রীকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিবে এবং তুর্কিরা যুদ্ধ জয় লাভ করিবে।

—ফ্রণ্ড অব বেঙ্গালে এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের এক জন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এক জন সাক্ষীর জবান বন্দি লইতে লইতে তাহাকে একটী প্রশ্ন করেন। সাক্ষী তাহার উত্তরে বলে যে সে কিছুই জানে না। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট না ছেড় হইয়া বলিলেন যে তাহাকে উত্তর দিতেই হইবে। সাক্ষী তবু বলিল যে সে কিছু জানে না। ইহাতে সাহেব রাগত হইয়া এক জন কনষ্টাবলকে তাহার কান মলিয়া দিতে বলেন। কনষ্টাবল কান মলিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে সাহেবের তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি খুব জোরের সহিত কান মলিয়া দিতে বলেন। কনষ্টাবল তাহাই করিল। কিন্তু ইহাতেও সাহেবের মন উঠিল না। তিনি স্বয়ং উঠিয়া সাক্ষীর কান মলিয়া দিলেন। এই রূপ লোকের উপর গবর্ণমেণ্ট অসীম ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন।

—বোম্বাইয়ে ডিগোয়া পরিবারের অনেক গুলি লোক মিষ্টান্নের সঙ্গে বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করায় বোম্বায়ের সাহেবদিগের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া যায়। ক্রিষ্টমসের সময় অনেকে মিষ্টান্নাদি খরিদ করেন না। সম্প্রতি কসাইআলাদেরও অন্ন মারা পড়িবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন সাহেব মাংস খরিদ করিয়া আনিয়া উহা রন্ধন করেন ও উহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে তাহার একটী কুকুরকে উহার এক টুকুরা ফেলিয়া দেন। কুকুর উহা খাইবা মাত্র মরিয়া যায়। সাহেবের মনে সন্দেহ হইল যে, মাংসের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার চাকরকে পুলিসে ধরিয়া দেন। চাকর বলে সে ইহার কিছুই জানে না। মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। ডাক্তার দিগের দ্বারা মাংস পরীক্ষিত হইল, কিন্তু তাহারা বিষের চিহ্ন কিছু দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে কুকুরটার শব ছেদন করা হইল ও তখন প্রকাশ পাইল যে গলায় হাড় বিঁধিয়া কুকুরটীর মৃত্যু হইয়াছে।

প্রেরিত।

পুলিশের অত্যাচার।

মহাশয়!

বিগত ২৫ ফালগুন চতুর্দ্দশী ব্রতোপলক্ষে আমরা কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া দেওঘরস্থ বৈদ্যনাথ দেবের মেলা সন্দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলাম। তথায় তদ্দেশস্থ ব্যক্তি বৃন্দের বিশেষতঃ পাণ্ডাদিগের আচার ব্যবহারাদি সন্দর্শনে যে কত আনন্দানুভব করিয়াছি, তাহা বর্ণনাসাধ্য। উক্ত দেওঘর স্থান অতি মনোরম ও সুখাকর। যেহেতু তথায় প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের অভাব নাই। স্কুল গৃহ, পোষ্ট আপিস, ও কাছারি বাটী ইত্যাকার কতিপয় সুন্দর সুন্দর বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে বৈদ্যনাথের মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর। শুনা গেল যে অহল্যাবাই নামক জনেক মহারাষ্ট্রি রাজবংশীয়া মহিলা এই সকল মন্দির আপন ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কীর্ত্তি দৃষ্টে বোধ হয় যে, তিনি এক জন দেশ হিতৈষিণী রমণী। এ জগতীতলে কেবল লোকের কীর্ত্তি স্তম্ভ উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করতঃ প্রদীপ্ত হইতে থাকে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, সাধ্যানুসারে সদনুষ্ঠান করে। বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির চতুর্পার্শ্বে বিপণি সকল শৃঙ্খলা পূর্ব্বক স্থাপিত হওয়ায় উক্ত স্থল সুন্দর নগরী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। উপস্থিত মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে জনসমূহের সমাগমে উক্ত স্থল আকীর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই বাসগৃহ অভাবে বৃক্ষ মূল সুরম্য হর্ম্ম্য বোধে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এরূপ জনাকীর্ণ স্থানে পুলিশ শান্তিরক্ষার্থে যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ কি। কিন্তু তাহারা তদ্বিপরীতে যাত্রীসমূহের পীড়াদায়ক হইয়া তাহাদিগকে দেব দর্শনে বিমুখ করিতে কখন ক্ষান্ত হন নাই। কি আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়! এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের দৃঢ়তর চিহ্ন না রহিয়াছে। দীন দরিদ্রদিগের অঙ্গ প্রায় পুলিশ আমলাগণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত রহিয়াছে। ধনবান্‌গণও পরিত্যক্ত হন নাই। তবে কেহ কেহ আপনাপন প্রাণ অথবা মান সম্ভ্রম রক্ষা হেতু পুলিশ দেবতার প্রণামি স্বরূপ অগ্রে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া পার হইয়াছেন। বেত্রাঘাতের শব্দে কর্ণ বধির প্রায় হয় এবং মন করুণারসে আর্দ্র হয় ও অনবরত অশ্রু বারি বিসর্জ্জন করিতে থাকে। আহা দরিদ্র জনগণ এত ক্লেশ সহ্য করিয়া উক্ত স্থলে কি প্রহার খাইতে আসিয়াছিল? কত দিনান্তে তাহাদিগের সেই বেত্রের চিহ্ন নিমীলিত হইবে তাহা বলা কঠিন। গুরুতর অপরাধ করিলে আদালত হইতে যে বেত্রাঘাত হয়, তাহাও ইহা অপেক্ষা সহজ বোধ হয়। সম্পাদক মহাশয় শান্তি রক্ষার কি এই ধর্ম্ম; না এরূপ রীতি অবলম্বন করিলে অবিবাদে শান্তি রক্ষা হয়।

এই ভয়ঙ্কর স্থানে স্ত্রীলোকগণের কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা তাহা ভদ্র ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। দুরাত্মাদিগের যে কি মন্তব্য বলা যায় না। পুলিস মহাত্মগণ বৈদ্যানাথের দ্বার রক্ষক হইয়া যে কত কত ভদ্রকুলোদ্ভবা কামিনীগণের প্রতি যে কত অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বর্ণনে সক্ষম নহি। এক দিবস জনৈক ভদ্র কুলোদ্ভবা রমণী আপন দাসী ও পাণ্ডার সহিত বৈদ্যনাথ দর্শন মানসে তাঁহার বাটীতে যাইতেছিলেন, এমন সময় জনেক কনেষ্টবল ঐ ভদ্রাঙ্গনার হস্তধারণ পূর্ব্বক টানায় বা তাহাকে ধাক্কা দেওয়ায় সমভিব্যাহারী পাণ্ডা কনেষ্টেবল প্রভুকে ঐ রূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করায় প্রভু মহাত্মা তচ্ছ্রবণে রাগান্ধ হন ও পাণ্ডাকে প্রহারারম্ভ করেন। পাণ্ডা আত্ম প্রাণ ও সেই রমণীর সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা মানসে অগত্যা কনষ্টেবল প্রভুরপ্রতি প্রহারোন্মুখ ওয়ায়, যাবদীয় পুলিশ আমলাগণ সেই সরল স্বভাব নিন্দে ষী পাণ্ডার প্রতি ধাবমান হইয়া গুরুতর প্রহার করে সুতরাং তাঁহার শরীর হইতে অনবরত শোণিত ধারা নির্গত হইয়াছিল। এই ঘটনা তৎস্থলের শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের গোচর হওয়ায় সাহেব বাহাদুর তাহার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিচারে কি হয় বলা যায় না।

সম্পাদক মহাশয় তীর্থ স্থলে যদি এরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাহা হইলে কি প্রকারে আর হিন্দুদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হইবেক। পূর্ব্বে পাণ্ডাদিগের প্রতি ঐ দেবতার সমস্ত ভার অর্পিত থাকায় কখন কি এরূপ অত্যাচার হইয়াছিল? না তাহাতে শান্তি রক্ষা হয় নাই। এক্ষণে পুলিশ আমলাগণ জনতার শান্তির রক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়া কিনা অত্যাচার করিতেছে। অনমতি বিস্তরেন।

ভবদীয় বশম্বদ,

শ্রী—

শ্রীরামপুরের পশ্চিমস্থিত পল্লীসকলের দুরবস্থা।

মহাশয়!

আশাতেই লোক বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু যখন সে আশাপূরণের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত না হয়, তখন আর পরিতাপের পরিসীমা থাকে না। এই বাক্যের প্রকৃতত্ব আমাদিগের উপর দিয়া যেমন প্রতিপন্ন হইতেছে সেরূপ অন্যত্র অতি কম ঘটিয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কে? আমরা সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার সন্নিহিত, বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সুদৃশ্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বহুজনাকীর্ণ জেলা হুগলীর অন্তর্গত কতিপয় পল্লীর ম্যালেরিয়া নিপীড়িত ও রাজপথাভাবে গতিবিধি-বিবর্জ্জিত গরিব প্রজা! মহাশয় একি সামান্য মনস্তাপের বিষয় যে, আমরা এত নিকটে ক্রন্দন করিতেছি, তথাপি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কর্ণপটহে প্রতিঘাত হইতেছে না? আপনার কি কখন শ্রীরামপুরের পশ্চিমে শুভাগমন হইয়াছিল? বোধ করি না। কারণ তাহা হইলে আমাদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া কখনই নীরব থাকিতে পারিতেন না।

যখন শুনিলাম শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মাননীয় রাইলাণ্ড সাহেব আমাদের দুঃখ দেখিয়া বড়ার মধ্য দিয়া সেহাখালা পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেও অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আমাদিগের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। মনে করিলাম এতদিনে বুঝি আমাদের দুঃখের রজনী সুপ্রভাতা হইল। উন্নতির কণ্টকাকীর্ণ পথ উন্মুক্ত হইল এবং সভ্যতা ও স্বাস্থ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। রাইলাণ্ড সাহেব অতিশয় দয়ালু লোক, তিনি বহুযত্নে ও আগ্রহে একটি কাঁচা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং শীঘ্র পাকা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। তিনি স্থানান্তরিত হইলেন, আর আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল! এখন আর কেহই এদিকে নজর করেন না।

এবৎসর শুনিলাম যে পাকা হইবার নিমিত্ত চারি হাজার টাকা সাঙ্‌সান্ হইয়াছে। একথা কি কেবল জনশ্রুতি মাত্র? আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি যে আমাদের আধুনিক সাহেব কেন এদিকে চক্ষুরুন্মীলন না করেন।

এই রাস্তাটী প্রায় এগার মাইল--নাতিদীর্ঘ নাতিপ্রসর, অতএব কেন ইহা সম্পন্ন হইতে এত বিলম্ব হয়? ইহাতে শীতকালে যখন দুই চারি খানি ঘোড় গাড়ী যাতায়াত করে, তখন অত্রত্য যে সকলবাবুরা কলিকাতায় কর্ম্মকার্য্য করেন, প্রতি শনিবার বাটী যাইতে পাইয়া তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া রাইলাণ্ড সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করেন। বর্ষাকাল আসিতেছে, আর বাবু ভায়াদের বক্ষঃস্থল ভাষিয়া যাইতেছে। তখনরাস্তাটী এরূপ দুর্গম ও কর্দ্দময় হইবে যে, তাহাতে অনেকের পরিবারেরবদন কমল আর তিন চারি মাস দর্শনহইবে না। আহাকি দুর্ভাগ্য!

আর একটী অসুবিধা। এখানে নিকটবর্ত্তী একটীও এট্রান্স স্কুল নাই। ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানের লোকেরা যে কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে সক্ষম হইবে, তাহা আশাতীত। আর কলিকাতায় থাকা কত ব্যয় সাধ্য তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং এস্থানে উত্তম উত্তম বালক সত্ত্বেও ভাল বিদ্যালয়াভাবে কোন ফল হয় না! সেহাখালায় একটী মডেল ভার্ণাকিউলার স্কুল আছে, তাহা প্রায় প্রতিবৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া থাকে। ৮।১০টী বালক পাশ হয়। অতএব এমত স্থলে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল কি ভাল চলিতে পারে না। আমরা বিবেচনা করি মশাটের স্কুলটীকে এণ্ট্রান্স স্কুল করিলে আমাদের এই অসুবিধা দূরীভূত হয়। আমরা বিনীতভাবে আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টে অনুবোধ করি যে, আমাদের প্রতি একটুকু কৃপা দৃষ্টি প্রকাশ করিয়া গমনাগমনের ও বিদ্যালয়ের সুবিধা করিয়া দিন।

শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালি নন্দী বৈদ্যপুর বর্দ্ধমান ৮
" " বনমালি দে মিরহাট, বৈদ্যপুর ৮
" " মহেন্দ্র নারায়ণ মল্লিক পালিতপাড়া, বৈদ্যপুর ৮
" " দীন বন্ধু নন্দী বৈদ্যপুর ৫
" " চন্দ্রনাথ রায় দোলাত খাঁ ৪
" " কালীপ্রসন্ন মুখুয্যে খুলনা ১০
" উদ্ধব রাম চৌধুরী লক্ষ্মীপুর, গোয়ালপাড়া ৮
" " হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বহরমপুর ৫
" " মহেশ চন্দ্র বসু রাইটার বিল্ডিং ২
" " মৌলবী দোবিরুদ্দিন আহাম্মদ ঠাকুরগ্রাম ৫
" " কালি ভুসণ মুখোপাধ্যায় গোয়াল ৩
" " কিশোরী মোহন রায় গোয়ালিয়া ৮
" কালীকুমার শর্ম্মা মজুমদার, নাগেশ্বরী, রাসপুর ৮
" " আদি নাথ চন্দ্র রায়দিস্কুল, আমিনপুর ৮
" " শ্যামশঙ্কর চৌধুরি পাথুরিয়া ঘাটা ৬॥
" " চুনীলাল মিত্র নিমতলা ঘাট ৬॥
" " রাজ চন্দ্র রায় শোভাবাজার ৬॥
" " করুণা কুমার সেন যোড়াসাঁকো ১
" রাজা রমানাথ রায় বাহাদুর যোড়াসাঁকো ৬॥
" " আর, ডি, কত্রেল সাহেব থিয়েটার রাড ৬॥
" " রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ২।৵০
" " শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বীরভুম ১০
" " যোগেন্দ্র নাথ মিত্র জয়নগর, মজিলপুর ৪॥
" " বিশ্ব নাথ রায় লক্ষ্ণৌ ১০
" " ক্ষেত্র মোহণ সেন টুগুলাষ্টেশন ৩৸
" " উমা চরণ রায় চট্টগ্রাম ৫
" " গোকুল চন্দ্র সিং দমদমা ২৸
" " উমেশ চন্দ্র বসু চুঁচড়া ৮
" " প্যারী মাহন মুখোপাধ্যায় জামালপুর ১০
" " দ্বারকা নাথ মিত্র ভবানীপুর ৮
" " রমেশ চন্দ্র মিত্র ঐ ৬॥
" " মোহিনী মোহন রায় ঐ ৬॥
" " বেনীমাধব বসু গুয়াবাগান ১
" " শ্যামচাঁদ বসু কলুটোলা ৬॥
" " দ্বারকা নাথ দে শ্যামপুকুর ১
" " সেক্রেটারি টুগুলা রিডিং ক্লাব ৮
" " হরচন্দ্র রায় রাজসাহী ৮
" " রামচন্দ্র মজুমদার ঐ ৮

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

মফস্বল কি কলিকাতার যে কোন ব্যক্তি হ্যাণ্ডনোট, বিষয় কি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহেন তিনি আমাকে জানাইলে আমি তাঁহার সুবিধা করিয়া দিতে পারিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার।
নং ৯৬ বিডন ষ্ট্রিট
কলিকাতা।

—০—

কিঞ্চিৎ জলযোগ!!!

প্রহসন!!!

মূল্য ছয় আনা। ডাক মাশুল এক আনা।

কলিকাতা আমহার্ট ষ্ট্রিট ৫৫ নং ভবনে বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ভ্রমকৌতুক নাটক।

সেক্সপিয়ার।

শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নামে পত্র লিখিবেন। মূল্য আট আনা, মফস্বলে ডাক মাসুল দুই আনা।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা। পুস্তকের মুল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

ADVERTISEMENTS.

Wanted a Second Teacher for the Government aided English School at Searsole near Raneegunge. He must be qualified to teach up to the entrance course, as well as Surveying and Physical Sience. Salary Rs. 50 per mensem applications with copies of Testimonials to be made to Baboo Ramesser Maliah, No, 6 Cullier place Howrah before the 15 th March next.

28 th Feb. 1273.

NOTO NANDINI

By Hurrish Chunder Banerjee of Monghyr. To be had at No. 14 Goa Bagan, New Sanskrit Press, and at the Sanskrit Depository, Calcutta.
Price 1 Rupee, Postage 3 annas.

১৮৭৩ সালের বাঙ্গালা, মাইনর ও দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত।

জমীদারী ও মহাজনী হিসাব. বাজার হিসাব সহিত।

৪র্থবার মুদ্রিত মূল্য ।৵০

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর গণের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
কলিকাতা, নর্ম্মাল্ স্কুল।

হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ।

Hindoo manners and customs. Part I. A lecture delivered at the National Society, by Mano Mohana Basu. Price 6 annas, Postage one anna.

To be had at the Sanscrit Press Depository and Madheastha Press.

জমিদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব, বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৩॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার-হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারাপ্রকাশিত হয়।